আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, “মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্য একজন সংগী তৈরী করবো।” সদাপ্রভু ঈশ্বর সমস্ড় জীবজন্তু ও পাখী আদমের নিকট আনলেন। আদম তাদের প্রত্যেকটিকে একটি করে নাম দিলেন।

তিনি সত্যিই অনেক বুদ্ধিপূর্বক এই কাজটি করেছিলেন। কিন্ সে সমস্ড় জীবজন্তু ও পাখী থেকে আদমের জন্য উপযুক্ত কোন সংগিনী পাওয়া গেল না।

ঈশ্বর আদমকে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত করলেন। নিদ্রাগত অবস্থায় তিনি তার একটা পাঁজর তুলে নিলেন আর সেই পাঁজর দিয়ে ঈশ্বর একজন স্ত্রীলোক তৈরী করলেন। সদাপ্রভুর তৈরী সেই স্ত্রীলোকটিই আদমের জন্য উপযুক্ত সংগিনী হল।

ঈশ্বর তাঁর সমস্ড় সৃষ্টিকর্ম ষষ্ঠ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করলেন। সপ্তম দিনটিকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করে তা মানুষের বিশ্রামবার হিসাবে দিলেন। এদন বাগানে আদম এবং তার স্ত্রী হবা ঈশ্বরের বাধ্যতায় সুখে ও শান্ড়িতে বসবাস করতে লাগল। ঈশ্বর ছিলেন তাদের প্রভু, তাদের দাতা এবং তাদের বন্ধু।

ঈশ্বর যখন সব কিছুই সৃষ্টি করলেন

ঈশ্বরের বাক্য থেকে বাইবেলের গল্প, বাইবেল,

যেখানে পাওয়া যায়

আদিপুস্ড়ক ১-২

তোমার বাক্য প্রকাশিত হলে তা আলো দান করে
গীতসংহিতা ১১৯ : ১৩০

Written by Edward Hughes
Illustrated by Byron Unger; Lazarus

Translated by Shankar Sikder
Adapted by Bob Davies; Tammy S.

গল্প ৬০ এর ১

M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada

স্বত্তাধিকার:গল্পটির অনুলিপি বা প্রিন্ট ব্যবহার করা যাবে তবে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঈশ্বর জানেন আমরা মন্দ কাজ করেছি, যাকে তিনি পাপ বলেন। পাপের শাস্ড়ি হচ্ছে মৃত্যু।

ঈশ্বর আমাদের এতই ভাল বাসলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে পাঠালেন যেন আমাদের পাপের শাস্ড়িস্বরূপ তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরন করেন। যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন এবং স্বর্গে চলে গেলেন। এখন ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করতে পারেন।

আপনি যদি আপনার পাপ থেকে মন ফিরাতে চান তাহলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলুন:
প্রিয় প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যীশু আমার জন্য মরেছেন এবং আবার জীবিত হয়েছেন। দয়াকরে আমার জীবনে এসো, যেন আমি নতুন জীবন পেতে পারি, এবং তোমার সংগে যেন অনন্ড়কাল ধরে থাকতে পারি। আমাকে সাহায্য কর যেন তোমার সন্ড়ান হিসাবে বেচে থাকতে পারি। আমেন।

বাইবেল পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সংগে কথা বলুন!

বাংলা Bengali

কে আমাদের সৃষ্টি করলেন? ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র বাইবেল মানব জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দেয়। পূর্বকালে ঈশ্বর প্রথমে মনুষ নির্মান করলেন এবং তাঁর নাম দিলেন আদম। পৃথিবীর মধ্যস্থিত ধূলিকণা থেকেই ঈশ্বর আদমকে নির্মান করলেন।

আর যখন ঈশ্বর আদমকে প্রাণবায়ু প্রবেশ করালেন তখন তিনি জীবন প্রাপ্ত হলেন। তারপর তাকে একটি সুন্দর বাগানে রাখা হলো যার নাম ছিল এদন।

আদমকে সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর সুন্দর একটি পৃথিবী নির্মান করলেন এবং অনেক আশ্চর্য্য জিনিস দিয়ে তা পরিপূর্ণ করলেন। ধাপে ধাপে ঈশ্বর পাহাড়-পর্বত ও সমতল ভূমি নির্মান করলেন, সুগন্ধি ফুল ও উচু গাছ-পালা দিলেন, উজ্জল পালক বিশিষ্ট পাখী ও গুঞ্জন করা মৌমাছি সৃষ্টি করলেন, জলের নীচে তিমি ও পিছল শামুক-ঝিনুক নির্মান করলেন।
3
বস্তুত পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন।
4
সৃষ্টির শুরুতেই অর্থাৎ কোন কিছু সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ছিলনা কোন মানুষজন, ছিলনা কোন জায়গা-জমি কিংবা জিনিষপত্র। ছিল না কোন আলো কিংবা অন্ধকার। কোন উচু-নীচু ছিলনা। গতকাল কিংবা আগামীকাল বলতে কিছু ছিল না। কেবল মাত্র ঈশ্বরই ছিলেন যার কোন আরম্ভ ছিলনা। তারপর ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ম শুরু করলেন।
5
সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।
6
পৃথিবীর উপরটা তখনও কোন বিশেষ আকার পায়নি, আর তার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিলনা। তার উপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা গভীর জল। পরে ঈশ্বর বললেন, “আলো হোক।”
7
আর তাতে আলো হলো। ঈশ্বর আলোর নাম দিলেন দিন আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল প্রথম দিন।
8
দ্বিতীয় দিনে ঈশ্বর হ্রদ, সাগর কিংবা মহাসাগরের সমস্ত জলরাশিকে আকাশের নীচে এনে এক জায়গায় জমা করলেন। তৃতীয় দিনে ঈশ্বর বললেন, “শুকনা জায়গা দেখা দিক।” আর তাতে তা-ই হলো।
9
ঈশ্বর ভূমির উপর বিভিন্ন ঘাস, ফুল, লতা, গুল্ম ও গাছপালা গজিয়ে উঠতে আদেশ করলেন। আর তাতে তা গজিয়ে উঠল। এভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল তৃতীয় দিন।
10
অতঃপর ঈশ্বর দিনের আলোর জন্য সূর্য আর রাতের জন্য চন্দ্র সৃষ্টি করলেন। আর আকাশে অসংখ্য তারকারাজি সৃষ্টি করলেন যা কেউ কখনো গুনে শেষ করতে পারবেনা। এভাবে সন্ধ্যা এবং সকাল গেল, আর সেটাই ছিল চতুর্থ দিন।
11
ঈশ্বরের তালিকায় পরবর্তী সৃষ্টি ছিল সমুদ্রের বিভিন্ন জীবজন্তু ও মাছ এবং আকাশে উড়ে বেড়ানো বিভিন্ন পাখী। পঞ্চম দিনে ঈশ্বর সমুদ্রের তলোয়ার মাছ এবং জলে ঝাঁক বেঁধে চরে বেড়ানো ক্ষুদ্র মাছ সৃষ্টি করলেন। এছাড়া তিনি লম্বা পা ওয়ালা বড় উট পাখী এবং ক্ষুদ্র গুঞ্জন পাখী সৃষ্টি করলেন।
12
ঈশ্বর তাদের এইভাবে আশীর্বাদ করলেন যেন সমস্ত প্রজাতির মাছ বংশবৃদ্ধিও ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে সমুদ্রের জল পূর্ণ করে এবং পক্ষীগন মনের আনন্দে ডানা মেলে স্থল, জল ও আকাশে উড়ে বেড়ায়। এভাবে সন্ধ্যা এবং সকাল শেষ হলো, আর সেটাই ছিল পঞ্চম দিন।
13
এরপর ঈশ্বর আবার কথা বললেন। তিনি বললেন, “মাটি থেকে এমন সব জীবন্ত প্রাণীর জন্ম হোক -------।” তাদের মধ্যে গৃহপালিত, বন্য ও বুকে হাটা প্রাণী থাকুক। সেখানে ছিল ভূমি কাঁপানো হাতি এবং অস্থির উভচর লোমশ প্রাণী, দুষ্ট বানর এবং কদাকার কুমীর, ক্ষুদ্র অমেরুদন্ডী প্রাণী এবং ছোট কাঠবিড়াল, উচু জিরাফ এবং পুষি-বিড়াল। সেদিন ঈশ্বর এমন সবরকম জীবজন্তু সৃষ্টি করলেন।
14
এবং এভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল ষষ্ঠ দিন।
15
ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর আরও কিছু কাজ করলেন - সেদিন কিছু বিশেষ জিনিসও সৃষ্টি করলেন। মানুষের নিমিত্তে এখন সবকিছুই প্রস্তুত হলো। তার জন্য মাঠে খাবার তৈরী ছিল এবং জীবজন্তু রাখা ছিল। তারপর ঈশ্বও বললেন, “চল আমরা আমাদের মতো করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে মানুষ নির্মান করি।
16
সে পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব করবে।” অতএব ঈশ্বর তার মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন; হ্যাঁ তিনি তার নিজ প্রতিমূর্তিতে তাকে নির্মান করলেন...
17
ঈশ্বর আদমকে বললেন, “তুমি তোমার খুশীমতো এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার। কিন্তু ভাল-মন্দ জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবেনা, কারন যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।”
18